ভোরের কাগজ

DEC. 14 2001

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর বেশিরভাগেরই রেজিস্ট্রেশন নেই, সরকারি নজরদারিও নেই

ইচ্ছামতো ফি নেওয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ

শামীমা বিনতে রহমান : দেশের তিন শতাধিক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ৮৫ শতাংশেরই রেজিস্ট্রেশন নেই। ১৯৯৭ সালে সরকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করলেও কোনো স্কুলেই যেমন এর প্রয়োগ নেই তেমনি এ বিষয়ে নজরদারির জন্য এখন পর্যন্ত সরকারের কোনো উদ্যোগ। ফলে কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এক একটা ইংরেজী মাধ্যম স্কুল অভিভাবকদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ শোষণ করে শিক্ষার মোড়কে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নিচ্ছে।

ঢাকার ২০০টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের মধ্যে ৩০টি স্কুলে সরজমিন খোঁজ খবর নিয়ে এই চিত্র দেখা গেছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি, পুন ভর্তিতে বিপুল অঙ্কের টাকা নেওয়া, স্কুলের শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের পড়ানোর অলিখিত

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর বেশিরভাগেরই

● প্রথম পাতার পর

বাধ্যতামূলক নিয়মের মাধ্যমে টাকা নেওয়া ইত্যাদি নানা অভিযোগ তুলেছেন তারা অভিভাবকগণ। এ ছাড়া স্কুলগুলোর শিক্ষার মান নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন।

ইংরেজি স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশন নীতিমালা এবং শিক্ষার মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে মন্ত্রী স্কুলগুলোর নীতিমালা না মানার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি ভোরের কাগজকে বলেন, বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষার প্রসারকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু স্কুলগুলোর শিক্ষার মান, পরিবেশ, নিয়মনীতি মানার বিষয়গুলো নজরদারির বিষয়ে মন্ত্রণালয় কখনোই পদক্ষেপ নেয়নি। এই সুযোগে স্কুলগুলো ব্যাপক অনিয়ম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে অচিরেই এ ব্যাপারে যাচাই-বাছাই এবং অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর অন্যতম স্কলাস্টিকা, অক্সফোর্ড, মানারাত, সানবীম, মেপল লিফ, মাস্টার মাইন্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের তালিকাভুক্ত হলেও বাংলাদেশ সরকারের কোনো রেজিস্ট্রেশন নেই।

সাউথ ব্রিজ, গ্রিন জেমস, হ্যাপি টাইমস, ইকরা ইন্টারন্যাশনাল, গ্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এরকম স্ট্যান্ডার্ড এইট পর্যন্ত পর্যায়ের স্কুলগুলোর কোনটিতেই ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন সরকারি অনুমোদন ও নেই। এই স্কুলগুলো লন্ডনের অনুমোদিত স্কুলগুলোর মাধ্যমে ব্রিটিশ কাউন্সিল আয়োজিত 'ও' লেবেল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে।

রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে মেপল লিফের অধ্যক্ষা হামিদা আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ইনস্টিটিউট অফ লন্ডন ইউনিভার্সিটির অনুমোদন পত্র আছে বলে জানান কিন্তু সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন।

অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনালের উপ অধ্যক্ষ মালেক রতন জানান, গত বছর এই স্কুলটির সরকারি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে ১৯৯১ সালে থেকে দেশের কোনো বেসরকারি স্কুলকেই রেজিস্ট্রেশনভুক্ত করা হয়নি।

স্কুলগুলোতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী স্কুলের মান অনুসারে যৌক্তিক হারে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফি নির্ধারনের কথা থাকলেও একেক স্কুল একেক হারে ভর্তি ফি নিচ্ছে। স্কলাস্টিকার গুলশান এবং উত্তরা শাখার কেজি টু এবং স্ট্যান্ডার্ড ফাইভে পড়ুয়া দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, কেজি ওয়ানে বাচ্চাকে ভর্তি করাতে তার ২৭ হাজার টাকা লেগেছে এবং স্ট্যান্ডার্ড ফাইভে পুনঃভর্তি করাতে লেগেছে ১৫ হাজার টাকা। অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনালের একজন অভিভাবক জানান, সেখানে ভর্তি ফি স্কলাস্টিকার তুলনায় ৪/৫ হাজার টাকা কম, কিন্তু মেপল লিফ এবং সানবীমে এই হার প্রায় স্কলাস্টিকার মতোই। ভর্তি, পুনঃভর্তি ফি ছাড়াও অভিভাবকদের কাছে থেকে টাকা আদায়ের জন্য স্কুলগুলো অলিখিতভাবে শিক্ষকদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানোর জন্য চাপ প্রদান করে।

মেপল লিফ স্কুলের একজন অভিভাবক জানান, এই স্কুলে পরীক্ষার পর খাতা দেখতে দেওয়া হয় না। তিনি অভিযোগ করেন তার ছেলে ক্লাসে মেধা তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও তাকে অঙ্কে অস্বাভাবিকভাবে কম নম্বর দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ের খাতা দেখতে চাইলে কর্তৃপক্ষ অঙ্ক বিষয়ে স্কুল শিক্ষকের কাছে কোচিং করার পড়ামর্শ দেন।

একই স্কুলের আরেকজন অভিভাবক অভিযোগ করেন, যে সব শিক্ষার্থী স্কুলের শিক্ষকদের কাছে বিষয়ভিত্তিক কোচিং করে সে সব শিক্ষার্থীকেই পরীক্ষায় বেশি নম্বর দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে মেপল লিফের অধ্যক্ষা হামিদা আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগটি পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন শুধুমাত্র পড়াশোনায় দুর্বল শিক্ষার্থীদের আমরা কোচিং করার পরামর্শ দেই।

ভর্তি, পুনঃভর্তি ছাড়াও স্কুলগুলোতে মাসে মাসে শ্রেণী বেতন ধরা হয় বিভিন্ন রকম। স্কুল অনুযায়ী এই বেতন নয়শ থেকে আড়াই হাজার টাকা।

শিক্ষার মান নিয়েও অভিভাবকরা অভিযোগ তুলেছেন। মাস্টারমাইন্ড স্কুলের একজন অভিভাবক বলেন, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভুল স্পেলিং শেখানো হয়। কোনো কোনো ক্লাসে 'ও' লেভেল, এ'' লেভেলের শিক্ষার্থীদের দ্বারা ক্লাসে পড়ানো হয়।

এ বিষয়ে মাস্টারমাইন্ড স্কুলের চেয়ারম্যান ফখরুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং বলেন পুরোপুরি ব্রিটিশ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারাই এই স্কুলে পড়ানো হয়।

১৯৯৭ সালে প্রণীত নীতিমালায় স্কুলের নামকরণে বিদেশী প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের নামে নামকরণের বিষয়টিকে প্রত্যাহার করার কথা বলা থাকলেও দেশের অধিকাংশ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল যেমন অক্সফোর্ড, গ্রীণ হেরাল্ড, মানারাত, মেপল লীফ, ডারল্যান্ড, সাউথ ব্রিজ ইত্যাদি স্কুল তাদের নাম বহাল রেখেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালে প্রণীত ইস্ট পাকিস্তানে পাবলিক স্কুল রেজিস্ট্রেশন নীতিমালা ১৯৮৯, ১৯৯৭ এবং ১৯৯৯-এ সংশোধিত হয়ে প্রণীত হলেও এখন পর্যন্ত এর কোনো প্রয়োগ হয়নি স্কুলগুলোতে।